# দরজা এখনও খোলা

"কিতাবুত তাওবাহ" পুস্তিকার অনুবাদ

মূল:

**ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া** رحمه الله

অনুবাদ:

**এম. এ. ইউসুফ আলী**

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# লেখক পরিচিতি

ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া। পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি উবাইদ ইবনি সুফ্‌ইয়ান ইবনি কাইস আল-কারশি। বাগদাদে ২০৮ হিজরিতে (খৃ. ৮২৩) জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ছিলেন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস (হাদীসবিশারদ)। বেশ কয়েকজন আব্বাসী শাসককে ছোটবেলায় পড়িয়েছেন তিনি; তাদের মধ্যে মু'তাদিদ ও তার ছেলে মুক্‌তাফি বিল্লাহ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু; উপদেশ দেওয়ার সময় শ্রোতাদেরকে খুব সহজে হাসাতে ও কাঁদাতে পারতেন।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন ইসহাক ইবনু রাহ্‌ওয়াই, কাসিম ইবনু সাল্লাম, তাবাকাত-রচয়িতা ইবনু সাদ, বুখারি, আবূ দাঊদ ও আবূ হাতিম রাযি—রহিমাহুমুল্লাহ। ছাত্রদের মধ্যে ইবনু মাজাহ্‌, মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ওয়াকি, ইবনু আবী হাতিম, আবূ বাকর শাফিয়ি ও আবূ আলি ইবনু খুযাইমা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস ও ইতিহাসশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মাপের এক বিদ্বান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ইমাম ইসমাঈল কাযি'র কাছে পৌঁছুলে তিনি বলে উঠেন, 'আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন! তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্ঞানের মৃত্যু ঘটল!' ইবনু কাসীর লিখেছেন,

'তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম; জ্ঞানের সকল শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।'

অবশ্য জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে তিনি খুব বেশি সফর করেননি। এ কারণে মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে তিনি যে যুগে বাগদাদে বেড়ে উঠেছেন,

ওই সময় বাগদাদ ছিল ইসলামি জ্ঞানের কেন্দ্র; বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বয়ং বিদ্বানরাই সেখানে আসতেন। তাই বাগদাদের বাইরে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে খুব বেশি সফরে না যাওয়ায়, ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া—রহিমাহুল্লাহ—এর জ্ঞানার্জনে বিশেষ কোনও ঘাটতি হয়নি।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক; তবে বেশিরভাগের প্রকৃতি হলো ছোট ছোট পুস্তিকার মতো, সংখ্যায় যা শতাধিক। কার্ল ব্রোকেলম্যান ও ফুআদ সিজকীনের গ্রন্থাবলিতে তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলোর খুব বেশি তথ্য না থাকলেও, অধ্যাপক ইয়াসীন সাওয়াস তাঁর পাণ্ডুলিপিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি আট খণ্ডের একটি বিশ্বকোষ হিসেবে তাঁর রচনাবলি বৈরুত থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি ৭৩ বছর বয়সে ২৮১ হিজরিতে (খৃ. ৮৯৪) বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

## শয়তান আমাদের শত্রু

**১.** আল্লাহর বাণী:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

'তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[১]

কাসিম ইবনু ওয়ালিদ হামদানি বলেন, আমি কাতাদা রহিমাহুল্লাহ-কে আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর নাফরমানিমূলক সকল কাজই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ।[২]

## নিজেকে সংশোধন করুন

**২.** যদি আপনার সন্তানদের মাঝে কোনো অপছন্দনীয় আচরণ দেখতে পান, তবে জেনে নিন, এ বিষয়টি আপনার দিকেই আঙুল তুলছে। সুতরাং আপনি উত্তম কাজ করুন।[৩]

## ছোটো পাপের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন

**৩.** সাহল ইবনু সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ছোটো পাপ থেকেও সতর্ক থেকো। ছোটো পাপের উদাহরণ হলো একদল মুসাফিরের ন্যায়, যারা কোনো এক উপত্যকায় অবতরণ করে আগুন জ্বালাল। তারা একটা-দুটো করে কাঠের টুকরো জমা করতে করতে এত পরিমাণ কাঠ জমা করে ফেলল যে, এগুলো দ্বারা তাদের রুটি পাকানো হয়ে গেল। ছোটো পাপও এই ধরনের। পাপীকে ছোটো ছোটো পাপের কারণেও পাকড়াও করা হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪]

---

[১] সূরা বাকারাহ : ১৬৮।

[২] সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসুর : ১/ ১৬৭, সনদ হাসান।

[৩] সনদ দইফ।

[৪] আহমাদ, মুসনাদ : ৫/৩৩১, সহীহ; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর : ৫৮৭২।

## যে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে চায়

**৪.** আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের প্রতিযোগিতায় কোনো অধ্যবসায়ী মুজতাহিদকে অতিক্রম করতে চায়; সে যেন পাপাচার থেকে বিরত থাকে।[৫]

## তাওবা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবে

**৫.** ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ বলেন, আমি উমার ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন তিনি মাসজিদে ছিলেন। আমি তাকে কিছু উপদেশ দিতে লাগলাম, আর তিনি শুনছিলেন। (একপর্যায়ে) তিনি বললেন, হে ইবরাহীম! আমার নিকট পৌঁছেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, হে আমার রব, কীসে আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং তোমার ক্রোধ থেকে মুক্তি দেবে? তিনি বললেন, মুখে ইসতিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা, অন্তর থেকে অনুতপ্ত হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (পাপ কাজ) পরিহার করা।[৬]

## অনুতপ্ত হওয়া

**৬.** আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি চাই—গুনাহের প্রতি অনুশোচনার মাধ্যমে বান্দা (আল্লাহর কাছে) তাওবা করুক।[৭]

## হাজ্জাজের মুখে তাওবার বাণী

**৭.** হাসান বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে একদিন বলতে শুনেছি, (তাওবা হলো—) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতি আগ্রহ বোধ করে তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা, নিজে সজাগ হওয়া, অপরকে সজাগ করা এবং পাপাচার ও মুনাফিকীকে ঘৃণা করা।

## আখিরাত ভুলে যাওয়া

**৮.** আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

মন যা চায় সবই করে বেড়াও, আবার আশা করো 'বুদ্ধিমান' আখ্যায়িত হবে!,

---

[৫] বায়হাকি : ০৫/৪৬৭, দইফ; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ০৪/৪৬।

[৬] হাফেজ ইসপাহানি, হিলয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৫০, সনদ দইফ।

[৭] তাহযীব : ১০/২১৭, সনদ মুরসাল।

অথচ প্রবৃত্তির গাড়িতে আরোহী তুমি, লিপ্ত পেটপূজায়!
দেহজুড়ে শুধু হাসি আর হাসি, হাসতেই থাকো সদা,
কৃতকর্মের স্মরণে বিগলিত হতে তোমার কেন এত বাধা!

## পাপাচার অন্তরকে মেরে ফেলে

**৯.** আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাপ কাজ অন্তরকে মেরে ফেলে এবং অবিরত পাপাচার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের চালিকাশক্তি হলো পাপ কাজ পরিহার করা। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলাটাই তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর।[৮]

## হে পাপাচারে মত্ত ব্যক্তি!

**১০.** ইবনুস্ সাম্মাক রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

হে পাপাচারী! তুমি কি লজ্জা করো না আল্লাহকে?
তুমি একাকী থাকলে তিনি থাকেন দ্বিতীয়জন হয়ে।
ভুল-ত্রুটি গোপন রেখে তিনি অবকাশ দিয়েছেন তোমায়।
এই অবকাশ কি তোমায় বিভ্রান্তির ঘোরে নিয়ে যায়?[৯]

**১১.** আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আযদি বলেন, পাপীদের গুনাহ কোনোদিন নিঃশেষ হয় না। তা কবরেও প্রবেশ করে। যখনই মানুষ দয়ালু, মহিয়ান ও প্রেমময়ের অবাধ্য হয়, তখনই তাদের উচিত অঝোরে কান্নাকাটি করা। তিনি তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি যখনই চান, অঙ্গীকার পূরণ করেন।

সন্তানহারা মায়েরও পেরেশানি একদিন শেষ হয়; কিন্তু আমাদের পেরেশানি দেখছি দিন-দিন নতুন হয়। কীভাবেই-বা শেষ হবে তাদের পেরেশানি, যারা আল্লাহর সাথে বারবার ওয়াদা করেও, ওয়াদা ভঙ্গ করেছে!

হায় দুর্ভাগ্য! সেদিন আমি কী বলব? যেদিন আল্লাহ আমার বিরুদ্ধে তাঁর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবেন! আল্লাহ সেদিন বলবেন, তুমি যা যা আমল করেছ এবং সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমার আমলনামা থেকে তা পড়ো। সৃষ্টির অগোচরে তুমি যা যা করেছ, তুমি আমার কাছ থেকে তা গোপন করতে পারোনি। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছ, আমি নিজেই তার সাক্ষী।

---

[৮] ইবনু আবদিল বার্, বাহজাতুল মাজালিস : ৩/ ৩৩৪, সনদ হাসান।
[৯] সনদ দইফ।

আমার নিয়ামাতরাজি পেয়ে তুমি আমার নাফরমানি করেছ। তুমি মানুষকে ভয় করেছ অথচ আমার কর্তৃত্বকে ভয় করোনি।

## দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি আল্লাহর উপদেশ

**১২.** মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি এ মর্মে ওহি নাযিল করেছেন যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে তিনি কোনো পাপের কারণে তোমাকে পাকড়াও করবেন না। তোমার পাপের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। (আর যদি তা না করো) তবে তুমি যখন তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তখন তোমার পক্ষে কোনো দলিল থাকবে না।[১০]

## ফারাযদাকের প্রতি আবূ হুরায়রা ﵁-এর অসিয়ত

**১৩.** আশআস রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যখন জেলে প্রবেশ করলাম, দেখি—ফারাযদাক ওখানে কবিতা রচনা করছেন। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হে ফারাযদাক! আমি তোমাকে ছোটো পা-বিশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তুমি তোমার পা-দ্বয়ের জন্য হাউযে কাওসারের নিকট কোনো স্থান খোঁজ করো। আমি তাকে বললাম, আমি তো এই এই পাপ করেছি। তিনি বললেন, বান্দা যা কিছুই করুক না কেন, পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করা হবে।[১১]

## গুনাহের প্রতি মুমিন ও মুনাফিকের দৃষ্টিভঙ্গি

**১৪.** হারিস ইবনু সুওয়াইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলেন। তখন আমি তার সেবার জন্য গেলাম। তিনি আমার কাছে দুটি কথা বর্ণনা করেন। একটি তার নিজের কথা, আরেকটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস।

তিনি বললেন, মুমিন বান্দা তার পাপকে পাহাড়ের মতো দেখতে পায়। যেন সে পাহাড়ের নিচেই দাঁড়িয়ে আছে এবং ভয় পাচ্ছে : যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড়টি তার ওপর ধসে পড়বে। পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপরাশিকে নাকে-বসা মাছির মতো মনে করে। যেন মাছি উড়ে এসে তার নাকে বসার সাথে সাথেই, সে (হাত দিয়ে) তা তাড়িয়ে দিল। (অর্থাৎ পাপকে সে তুচ্ছ মনে করে।)[১২]

[১০] ঈসরাইলি রেওয়াত, সনদ দইফ।

[১১] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৯/২৯৮, সহীহ।

[১২] ইসনাদটি সহীহ।

**১৫.** এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, এক লোক কোনো এক নির্জন মরুভূমিতে যাত্রা করেছে, সাথে আছে তার বাহন আর এর ওপর রয়েছে খাবার ও পানীয়। সে (মাঝপথে) একটু ঘুমাল। ঘুম থেকে জেগে দেখল, তার বাহনটি কোথায় যেন চলে গিয়েছে। সে তা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তাকে তৃষ্ণা পেয়ে বসল। অতঃপর সে (নিরাশ হয়ে) বলল, আমি যে স্থানে ছিলাম ওখানে ফিরে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করি।

ওখানে সে বাহুর ওপর মাথা রেখে (শুয়ে শুয়ে) মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকল। হঠাৎ সে জেগে দেখতে পেল, তার বাহন তার কাছে ফিরে এসেছে। এবং ওর ওপরে পাথেয় ও খাবার-পানীয় যা ছিল, সব মজুদ আছে।

এ ব্যক্তি তার বাহন ও পাথেয় ফিরে পাওয়ায় যেরূপ খুশি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশি হন।[১৩]

## আল্লাহর রহমতের মহত্ত্ব

**১৬.** আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক বেগানা মহিলাকে চুম্বন করল। অতঃপর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে এসে এর কাফফারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

وَأَقِمْ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ

"তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথমাংশে।"[১৪]

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতের বিধানটি কি শুধু আমার জন্যই প্রযোজ্য?

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তিই এমন কাজ করবে (তাদের সবার জন্যেই এটি প্রযোজ্য)।[১৫]

## সর্বপ্রথম যে মুসলিমের হাত কর্তন করা হয়

**১৭.** আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুসলিম-জাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির (হাত) কাটা হয়, তিনি ছিলেন একজন আনসারি সাহাবি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তাকে উপস্থিত করা হলো এবং তাঁকে

[১৩] বুখারি, আস-সহীহ : ৬৩০৮।

[১৪] সূরা হুদ : ১১৪।

[১৫] বুখারি, আস-সহীহ : ৫২৬, মুসলিম, আস-সহীহ : ২৭৬৩।

জানানো হলো, ওই আনসারি চুরি করেছে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের সাথিকে নিয়ে গিয়ে তার (হাত) কেটে দাও।

তখন বিষণ্ণতায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা ধূসর বর্ণ ধারণ করল। উপস্থিতদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! এই ঘটনা যেন আপনার কাছে পীড়াদায়ক মনে হলো! নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যদি শয়তানের চরে পরিণত হও, তা হলে আমার কী করার আছে? শাসকের নিকট কোনো বিষয়ের হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকরের জন্য উপস্থাপিত করা হলে, সে যেন তা কায়িম করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা ভালোবাসেন।

তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আর তারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৬]-[১৭]

## রবের সাথে বান্দার বিতর্ক

**১৮.** আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ [১৮]

আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব

এই আয়াতের আলোচনায় আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি এমন ভাবে হেসে উঠলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হেসে উঠলাম? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী জন্য হেসে উঠলেন?

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রবের সাথে বান্দার বিতর্কে রহমান হেসে উঠেছেন, তাই।

---

[১৬] সূরা নূর : ২২।

[১৭] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১/৪৩৮; আবদুর রাযযাক, আল-মুসনাদ : ১৩৫১৯।

[১৮] সূরা ইয়াসিন : ৬৫।

বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে জুলম থেকে নাজাত দাওনি?

আল্লাহ বলবেন : অবশ্যই, হে আমার বান্দা!

বান্দা বলবে : আহ! আমার পক্ষে আজ কোনো সাক্ষী নেই।

আল্লাহ বলবেন : আজ তোমার সাক্ষী হিসেবে তুমি নিজে এবং সম্মানিত সংরক্ষক ফেরেশতারাই যথেষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ তার জবান বন্ধ করে দিবেন। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা বলো। তখন তারা তার কার্যবিবরণী পেশ করবে। অতঃপর সে বাক্‌শক্তি ফিরে পাবে। সে (তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) বলবে, দূর হ! তোদের জন্যই তো আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতাম।[১৯]

## সহজ মৃত্যু

**১৯.** আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছেন—পাপের পাল্লা হালকা রেখো, তোমার মৃত্যু সহজ হবে। ঋণ কম কোরো, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।[২০]

## ক্ষমা লাভের উপায়

**২০.** আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত সম্পর্কে জানি, যদি কোনো বান্দা পাপ করার পর ওই আয়াত দুটো পাঠ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, কোন দুটি আয়াত?

তিনি আমাদের (নির্দিষ্ট করে) বললেন না। আমরা মুসহাফ খুলে সূরা বাকারাহ পাঠ করলাম, সেখানে পেলাম না। এরপর সূরা নিসা পাঠ করতে করতে এই আয়াতে পৌঁছালাম :

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّـهَ يَجِدِ اللَّـهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর

---

[১৯] মুসলিম, আস-সহীহ : ২৯২৯।

[২০] বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান : ০৪/৪০৪, দইফ; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ০২/৩৭০।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২১]

আমি বললাম, এটাকেই (একটি আয়াত হিসাবে) গ্রহণ করব। তারপর সূরা আ ল ইমরানের এই আয়াতে পৌঁছলাম :

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না।"[২২]

এরপর মুসহাফ বন্ধ করলাম। পরবর্তী কালে আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই আয়াতগুলোই সেই দুই আয়াত।[২৩]

## আদম আলাইহিস সালাম-এর তাওবা

**২১.** আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে (দুআ-সংক্রান্ত) যে বাক্যাবলি পেয়ে তাওবা করেছিলেন তা হলো—'আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি; হে আল্লাহ! আমি অন্যায় করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি উত্তম ক্ষমাকারী।

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমি বদকাজ করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমার ওপর রহম করুন। আপনি উত্তম রহমতকারী।

আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমি বদকাজ করেছি, নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।[২৪]

## সবচেয়ে উত্তম আমল

**২২.** হাযাম বলেন, আমরা মাসজিদে প্রবেশ করছিলাম। এমন সময় ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরি জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ আজ যা নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করছে তার

---

[২১] সূরা নিসা : ১১০।

[২২] আ ল ইমরান : ১৩৫।

[২৩] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর : ৯০৩৫; হায়সামি, মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/১১, সনদ সহীহ।

[২৪] সনদ দইফ।

মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কী? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, কোনো পাপ থেকে তাওবা করা অথবা আন্তরিকতার সাথে কল্যাণকামনা করা।[২৫]

## বান্দার অন্তরে সিল লাগিয়ে দেওয়া হয়

**২৩.** আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, সিলমোহর আরশের খুঁটির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যদি কেউ শ্লীলতাহানি করে কিংবা আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা দেখায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা সিলমোহরকে প্রেরণ করেন। সিলমোহর ওই ব্যক্তির অন্তরে সিল লাগিয়ে দেয়। এর ফলে সে কোনোকিছুই অনুধাবন করতে পারে না।[২৬]

## পাপাচারী অন্তরে মোহর লাগার কারণ

**২৪.** মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অন্তর মরিচাযুক্ত হওয়া মোহর লাগার চেয়ে কম ক্ষতিকর। মোহর লাগা তালাবদ্ধ হওয়ার তুলনায় কম মারাত্মক। কিন্তু তালাবদ্ধ হওয়া সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।[২৭]

**২৫.** আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (প্রতিদানের ভিত্তিতে) আমল ছয় প্রকার :

- একগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল
- দ্বিগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল
- দশগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল
- সাত শগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমল
- (জান্নাত) নিশ্চিতকারী আমল
- (জাহান্নাম) নিশ্চিতকারী আমল

বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কীভাবে হবে?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একগুণ প্রতিদানবিশিষ্ট আমলের উদাহরণ—কোনো ব্যক্তি সৎআমল করার সংকল্প করল কিন্তু তা সম্পাদন করল না, তা হলে সে একগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

---

[২৫] সনদ হাসান।

[২৬] বায়হাকি, শু'আবুল ইমান : ৫/৪৪৪।

[২৭] সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসুর : ৬/৩২৬, সহীহ।